বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদের

তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই

উপজেলা পরিষদ

বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদের

তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(২০২২-২০২৬ অর্থবছর)

উপজেলা পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

প্রধান উপদেষ্টা ঃ

জনাব ***আলহাজ্ব মোঃ দবিরুল ইসলাম***

এমপি ও সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদী স্থায়ী কমিটি।

উপদেষ্টাঃ

জনাব মোঃ আলী আসলাম

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

জনাব মোঃ মাজেদুর রহমান

ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

জনাব মোছাঃ আলেয়া পারভীন

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

সম্পাদনায়ঃ

জনাব মোহাঃ যোবায়ের হোসেন

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

সম্পাদনা পরিষদঃ

মোঃ মাইনুল ইসলাম

উপজেলা প্রকৌশলী উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

সুবোধ চন্দ্র রায়

উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

মোঃ আব্দুর রহমান

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

কারিগরী সহযোগিতায়ঃ

মোঃ আকতারুজ্জামান, ইউডিএফ, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ।

মোঃ মোজাম্মেল হক, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

মোঃ খাদেমুল ইসলাম, আইসিটি টেকনিশিয়ান বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

প্রকাশকাল ঃ

মার্চ ২০২২ খ্রিঃ।

প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্বঃ

উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

মো: আলী আসলাম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে উপজেলা পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৬) উপহার দিতে পেরেছে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ও তৃণমূলপর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং সরকারী নানা সুবিধার সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে এই বইটি কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করতে এটি একটি নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। উপজেলা তথা তৃণমূল পর্যায়ে উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের নিজ নিজ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

উপজেলা পরিষদকে তৃণমূল লোকজনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলতে পারাটা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার শামিল। তাই পরিকল্পনা সম্পর্কিত এই বইটি উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনতে সাহায্য করবে।

এর ফলে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদ তার অগ্রগতির শীর্ষে পৌঁছাবে বলে আমার ধারণা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ' বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার সামগ্রিক কার্যক্রমকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বালিয়াডাঙ্গী ঃ মার্চ, ২০২২

(মো: আলী আসলাম)

মোঃ মাজেদুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

বাণী

কিছু কিছু কাজ আমাদের স্বপ্ন দেখায়, নিয়ে যায় বহুদূর। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২০২৬) প্রণয়ন এরূপ একটি নন্দিত উদ্যোগ। আমি এ উদ্যোগের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত ।

বর্ণিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সক্ষমতা অর্জন ও কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী হওয়ার একটি নিদর্শন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে এগিয়ে আসবেন এবং বালিয়াডাঙ্গী উপজেলাবাসীর জীবনমানে কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন হবে বলে প্রত্যাশা করি।

বালিয়াডাঙ্গী ঃ মার্চ, ২০২২

(*মোঃ মাজেদুর রহমান*)

মোছাঃ আলেয়া পারভীন
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

বাণী

উপজেলা পরিষদকে তৃণমূল লোকজনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলতে পারাটা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার সামিল। গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বেশ কিছু উপাদানের সমষ্টি। আর অর্থনৈতিক রূপরেখা বা পরিকল্পনা হচ্ছে এ সমষ্টিগুলোর অন্যতম একটি ।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২০২৬) প্রণয়ণ করে তার মেরুদন্ডকে দাঁড় করালো। এর ফলে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদ তার অগ্রগতির শীর্ষে পৌঁছাবে বলে আমার ধারণা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বালিয়াডাঙ্গী উপজেলাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

প্রকাশের মহতি এ উদ্যোগকে আমি প্রশংসা করি। একই সাথে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পরিষদের অন্যান্য সদস্য এবং সকল সরকারি কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বালিয়াডাঙ্গী ঃ মার্চ, ২০২২

(মোছাঃ আলেয়া পারভীন)

(মোহা: যোবায়ের হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

সম্পাদকীয়

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা ঠাকুরগাঁও জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে, তাদের স্বীয় বিভাগসমূহের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সমুদয় প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

সেবা গ্রহীতার জায়গায় দাঁড়িয়ে সেবা প্রদানের ইতিবাচক মানসিকতাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তার সঠিক বাস্তবায়নের উপরে। প্রত্যাশা করি এই উপজেলার সকল পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাগণ এবং জনপ্রতিনিধিগণ দেশের উন্নয়নে এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট থাকবেন।

তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য জনপ্রতিনিধিগন, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। সম্পাদকীয় টিম পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বালিয়াডাঙ্গী ঃ মার্চ, ২০২২

(মোহা: যোবায়ের হোসেন)

সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	বাণী	২
২.	ভূমিকা ও প্রেৰাপট	৭
	২.১ । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	৭
	২.২ । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপদ্ধতি	৭
	২.৩ । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা	৭
৩.	উপজেলা পরিচিতি	৯
	৩.১ । বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পটভূমি	৯
	৩.২ । বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ভৌগোলিক পরিচিতি	৯
	৩.৩ । যোগাযোগ ব্যবস্থা	৯
	৩.৪ । ইউনিয়ন সমুহ	৯
৪.	উপজেলার মানচিত্র	১২
৫.	আর্থ-সামাজিক তথ্য	১৩
৬.	পরিস্থিতি বিশেস্নষণ সারণী	১৪
	৬.১ খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৪
	৬.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন	১৮
৭.	বাজেটের সার-সংৰেপ	১৯
৮.	উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরন উপজেলার সম্পদ চিত্রায়ন (বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম)	১৯
৯.	রূপকল্প বিবরণী	২৪
১০.	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লৰ্য ও ফলাফল সমূহ	২৪
১১.	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পস্ন্যানিং ফরম্যাট	২৭
১২.	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীৰণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৩০
	১২.১ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	৩১

২.১। ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:

বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করার নামই পরিকল্পনা। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ কারনেই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়। কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রনয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্যে কোন কাজ কোন সময়ে করা হবে বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধমূখী (bottom up approace) পদ্ধতি অনুসরন করলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন তরান্বিত হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২২-২০২৬ অর্থ বছরে ৰালিয়াডাঙ্গী উপজেলা খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা, ঠাকুরগাঁও জেলার একটি বৃহৎ জনবহুল ও সম্ভাবনাময় উপজেলা। এখানকার জনগনের রয়েছে উন্নয়নে অংশগ্রহনের ইচ্ছা। একই সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন সম্পদ এবং সম্ভাবনা। বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে দিনযাপন করছে। কিন্তু জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় এদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদের জনসাধারনের অবস্থাও সারা দেশের জনসাধারনের অবস্থা হতে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগনের দারিদ্র হ্রাসকরনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৰালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলার বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সর্বস্তরের জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগনের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

২.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপদ্ধতিঃ

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পরিকল্পনা বইটি প্রস্তুত করার জন্য উপজেলা পরিষদের সকল স্তরের সদস্যদের সমন্বয়ে বেশ কয়েক বার আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা জনগণের সর্বপ্রকার চাহিদা অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সব কিছু ওয়াকিবহাল, তাঁদের অভিমত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরে কর্মরত (বিশেষ করে উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতেক ধাপ অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথমত: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পরিষদের সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিতে সম্পদের উৎস এবং অর্থপ্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ কমিটি পরিষদে ন্যস্ত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহের তথ্য ও পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদ মানচিত্র তৈরি করেছে; যা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য বাজেট তৈরিতে সহায়তা করেছে।

তৃতীয়ত: উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। অতঃপর পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী কমিটি উপজেলার স্থায়ী কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গদের নিকট থেকে চাহিদা/প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

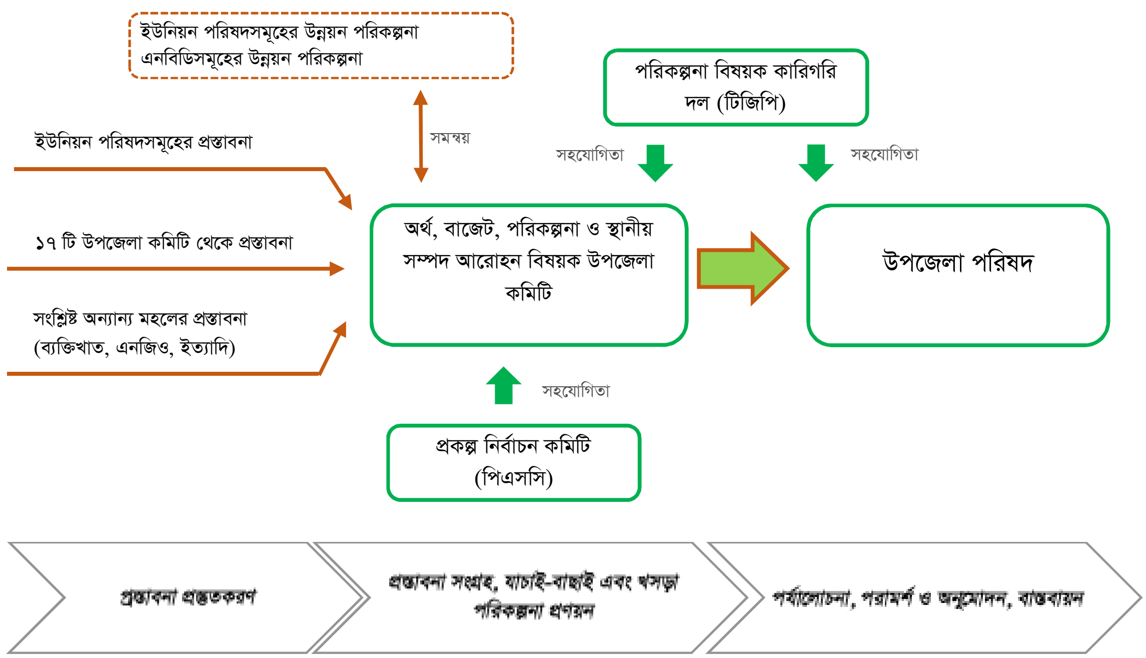

উৎস: এসএপিআই দল, ২০১৬

চতুর্থত: পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি ও অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি বিস্তারিত আলোচনার জন্য খসড়া পরিকল্পনাটি পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করেছে। অতঃপর উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারি, বেসরকারি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আহবান করেছেন। সভায় অংশগ্রহনকারীগণ খসড়া পরিকল্পনাটি শুনেছেন এবং পুনরায় তাদের মতামত জানিয়েছেন। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ড় অনুমোদন প্রদান করেছেন।

২.৪ পঞ্চ*বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা*

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এ পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ: উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্য ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের (সরকারি/বেসরকারি) কর্মকর্তাদের মনে সংশয় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে।

৩. *উপজেলা পরিচিতিঃ*

৩.১ । *বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পটভূমিঃ*

ভূ-প্রাকৃতিকভাবে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় কোথাও কোথাও দোআঁশ মাটি পাওয়া গেলেও অধিকাংশ মাটি বেলে দোআঁশ প্রকৃতির 'বালিয়াডাঙ্গী '- শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ করলে দাড়ায় বালিয়া অর্থাৎ বালি এবং ডাঙ্গী অর্থাৎ ডাঙ্গা বা উঁচু জায়গা। বালিয়াডাঙ্গী মৌজা উপজেলার অন্যান্য গ্রাম গুলোর থেকে তুলনামূলকভাবে উঁচুতে অবস্থিত। বালিমাটির আধিক্যের কারণে মৌজার নাম বালিয়াডাঙ্গী হয়েছে বলে মনে করা হয়। বালিয়াডাঙ্গী মৌজায় বালিয়াডাঙ্গী থানা প্রতিস্থিত হওয়ায় মৌজার নাম অনুসারে থানার নামও বালিয়াডাঙ্গী হয়। ১৯৮৩ সালে বালিয়াডাঙ্গী থানা বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় রুপান্তরিত হয়।

৩.২ । *বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ভৌগোলিক পরিচিতি ঃ*

পাখির কুঞ্জনে যেখানে ভোর হয়, ঝিঁ ঝিঁ ডাক স্বাগত জানায় স্বর্ণালী সন্ধ্যাকে; নুয়ে পড়া নীলাকাশ আর সবুজ দিগন্তের মিতালী যেখানে নিবিড়, বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের সেই জনপদটির নাম বালিয়াডাঙ্গী। উত্তর প্রান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার অবিরাম হাতছানি আর জমিনের আঁচল হয়ে বয়ে চলা নাগর নদীর নিটোল স্রোত এই অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে এঁকেছে সরলতার উল্কি চিহ্ন। স্বভাবত:ই তাই এই অঞ্চলের মানুষেরা সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্থ।

প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে সমৃদ্ধ করে এমন কোন উল্লেখযোগ্য উপাদান হয় তো এখানে নেই তবুও এই অঞ্চলের প্রকৃতিতে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন স্বকীয়তা। রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র আর সবুজ বৃক্ষরাজি আচ্ছাদিত শান্ত গ্রাম। রয়েছে ফসলের সৌরভ আর ঘুঘুর ডাক। রয়েছে স্বচ্ছ জলরাশি সমৃদ্ধ অসংখ্য পুকুর, দিঘি। নীলাকাশের নিচে ফসলের দোলায়িত হরিৎক্ষেত্র দেখে মনে হয়- ''ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা।'' ফলবিথীর ব্যাপক সমারোহ আনাচে কানাচে। সারি সারি আম বাগানের মধ্যে সূর্যাপুরী বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বৈশাখ মাসে নদী সমূহের হাটু জলে পা ভেজালে রবী ঠাকুরের কথা একটি বারের জন্য হলেও স্মরণ হবে-

''আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাটু জল থাকে।''

সবকিছু মিলিয়ে শামত্ম প্রকৃতিতে বিরাজ করে এক ধরণের সিণগ্ধ শ্যামল রূপ-সৌন্দর্যের বিমূঢ় মৌনতা। বালিয়াডাঙ্গীর উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আটোয়ারী উপজেলা, দক্ষিণে রানীশংকৈল উপজেলা, পূর্বে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উপজেলা শহর ২টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১৭.৭২ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১২,০১৫; পুরুষ ৫১%, মহিলা ৪৮৫%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটার ৬৭৮ জন। শিক্ষার হার ৪৮.৩%।

৩.৩ । *যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ*

ঢাকা হতে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দূরত্ব সড়ক পথে ৩০০ কিঃ মিঃ। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সদর ও জেলা সদরসমূহের সাথে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। যে কোনো স্থান হতে সড়ক বা রেলপথে ঠাকুরগাঁও রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যান্ড নেমে রিক্সা অথবা অটোরিক্সা যোগে ০.৫ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা অফিসে আসা যায়। উপজেলা হতে প্রতিটি ইউনিয়নে পাঁকা সড়কযোগে মাইক্রো বাস, অটো রিক্সা, নছিমন, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেলযোগে যাওয়া যায়।

৩.৪ । *ইউনিয়ন সমূহঃ*

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা ০৮ টি ইউনিয়ন। ইউনিয়ন সমূহ হলো- ১। পাড়িয়া ইউপি, ২। চাড়োল ইউপি, ৩। ধনতলা ইউপি, ৪। বড়পলাশবাড়ি ইউপি, ৫। দুওসুও ইউপি, ৬। ভানোর ইউপি, ৭। আমজানখোর ইউপি, ৮। বড়বাড়ি ইউপি।

৪. বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার মানচিত্র ঃ

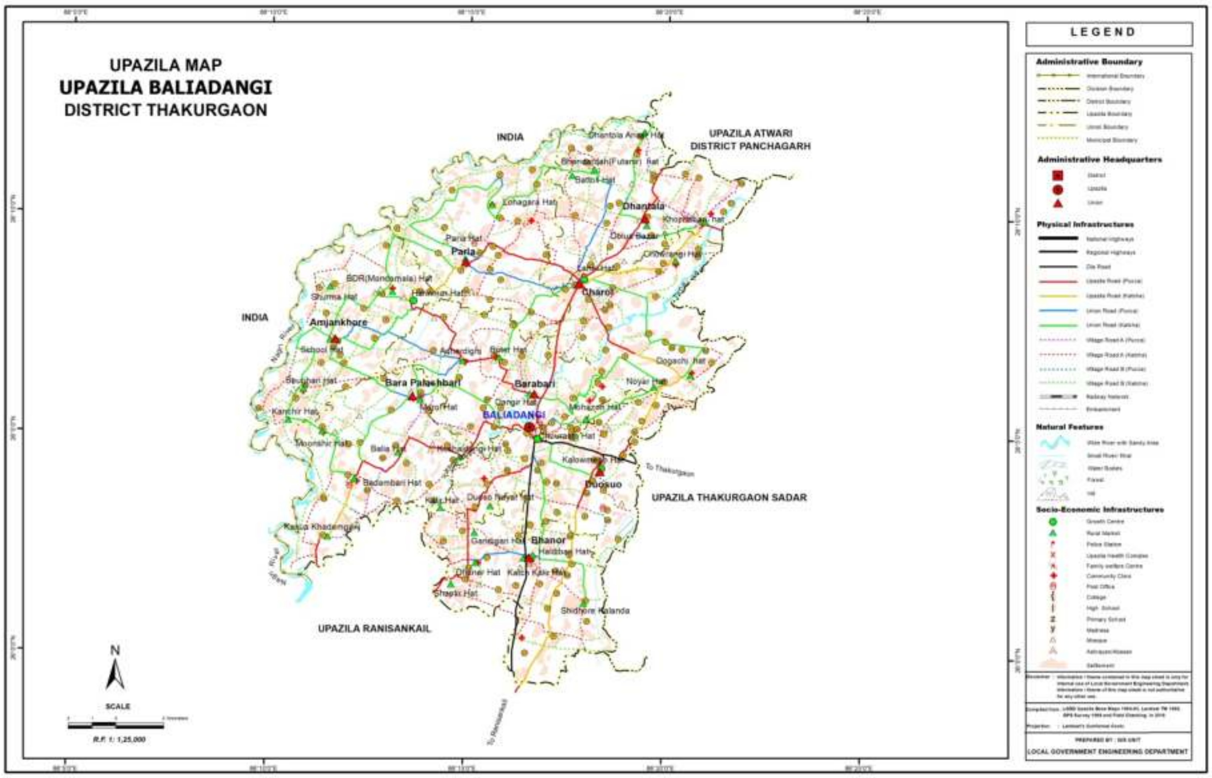

৫. আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, জনসংখ্যা ও অবকাঠামো

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য উপাত্ত বিবেচনায় নেয়া অত্যন্ত জরুরী। উপজেলার বিভিন্ন খাতের মৌলিক তথ্য উপাত্তকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারন সহজ হয়। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার তথ্য ও রিপোর্টের আলোকে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার মৌলিক আর্থ-সামাজিক তথ্য উপাত্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

উপজেলার সাধারণ তথ্যঃ (এক নজরে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা)

সাধারণ তথ্য		
ক্রঃনং	বিবরণ	তথ্য
১	উপজেলার সীমানা	ভৌগলিক অবস্থান : বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা ঠাকুরগাঁও জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। উত্তরে ভারত, উত্তর-পূর্বে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলা, উত্তর পশ্চিমে ভারত, দক্ষিণে রাণীশংকৈল উপজেলা, পূর্বে ঠাকুরগাঁও সদর, পশ্চিমে ভারত। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা ২৬ ডিগ্রী ০ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬ ডিগ্রী ১২ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮ ডিগ্রী ১০ উত্তর দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৮ ডিগ্রী ২৫ উত্তর দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ।
২	উপজেলার আয়তন	৭০১৯০ একর
৩	জেলা সদর হতে দুরত্ব	২২ কি.মি.।
৪	জনসংখ্যা	২০৩৭৭৬ জন। (পুরুষ-১০২৩৮৪ জন, মহিলা- ১০১৩৯২ জন)
৫	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৬৯০ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
৬	নির্বাচনী এলাকা	৪-ঠাকুরগাঁও-২
৭	ভোটার সংখ্যা	১২২৬৫০জন (পুরুষ- ৬২১৯৫ জন, মহিলা- ৬০৪৫৫ জন)
৮	ইউনিয়ন	৮ টি।
৯	মৌজা	৭৮ টি।
১০	গ্রাম	৭৮ টি।
১১	ডাক বাংলো	০১ টি।
১২	ব্যাংক শাখা	৫ টি।
১৩	সরকারী খাদ্য গুদাম	৯ টি।
১৪	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১ টি।
১৫	মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	২৫০ জন।
১৬	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১ টি।
১৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	২০ টি।
১৮	পাঁকা রাস্তা	৯৩.৫১ কি. মি.।
১৯	কাঁচা রাস্তা	৬০১.৬৮ কি. মি.।
২০	জলাশয় (খাস পুকুর)	৪৯ টি।
২১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৭ টি।
২২	মোট কৃষি জমি	২৫০৮০ হেক্টর।
২৩	পোষ্ট অফিস	৯ টি
২৪	সাব রেজিষ্টার অফিস	০১ টি।
২৫	পশু হাসপাতাল	০১ টি।
২৬	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩১ টি।
২৭	মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫
২৮	কলেজ	৩ টি
২৯	কারিগরি কলেজ	৩ টি।

৩০	ফাজিল মাদ্রাসা	২ টি।
৩১	দাখিল মাদ্রাসা	১৭
৩২	কারিগরি স্কুল	স্বতন্ত্র-০২টি, সংযুক্ত- ৪টি
৩৩	শিক্ষার হার	৪৮ % (২০১১ আদমশুমারী)
৩৪	নদীর সংখ্যা	০৪ টি (তীরনই, নহনা, আমন-ধামন ও নাগর নদী)।
৩৫	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৭ টি।
৩৬	বেসরকারী সংস্থা (NGO)	১০ টি ।
৩৭	ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৭ টি।
৩৮	খাস জমির পরিমাণ	১৪৯৪.৯৫ একর

তথ্য সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্ত

৬. পরিস্থিতি বিশেস্নষণ সারণী

৬.১ খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশেস্নষণ

পরিকল্পনা প্রনয়নের সময় উপজেলার আওতাধীন বিভিন্ন খাতসমূহের বাস্তব অবস্থা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর ফলে উপজেলা পরিষদ তাদের আর্থিক সক্ষমতার আলোকে জনগুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও সমূহ, বেসরকারী খাত ও অন্যান্য উৎসের চলমান বা পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বিভিন্ন খাতের সার্বিক অবস্থার চিত্রায়ন নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান বা পরিকল্পনাধীন কার্যাবলী	৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ/ গৃহীত উদ্যোগ
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
১. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১) স্থানীয় জনগনের স্কুল এবং বাজারে যাতায়াতে অসুবিধা	সমগ্র উপজেলা	-মোট ১৬৮ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৭০ টি পাকা রাস্তা -মোট ৩৮০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ১৫৭ টি কাঁচা রাস্তা - ১০ টি ব্রীজ, ২৫০ টি কালভার্ট এবং ১২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল - ২০০ টি ভৌত অবকাঠামো	১) পাকা রাস্তাগুলো নিয়মিত মেরামত না করার কারনে ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়া ২) কাঁচা রাস্তা থেকে মাটি সরে গিয়ে রাস্তা সরু হয়ে যায়। ৩. পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্রীজ, কালভার্ট, ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়ালের অভাব ৪. পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামোর	ক) এলজিইডির অর্থায়নে মোট ১৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৬৫ টি পাকা রাস্তা সংস্কার করা হবে। খ) এলজিইডি অর্থায়নে ১৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৮০ টি কাঁচা রাস্তা পাকা করা হবে এবং জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে মোট ৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ২০ টি কাঁচা রাস্তা ইট সলিং করা হবে। গ) এলজিইডির ও পিআইওর উদ্যেগে ৫ টি ব্রীজ, ১৯০ টি কালভার্ট এবং পৌরসভার অর্থায়নে ৩০ কিমি. ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ করা হবে।	ক) মোট ১৮ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৫ টি পাকা রাস্তা সংস্কারের বাকী থাকবে খ) ১৮০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৫৭ টি কাঁচা রাস্তা পাকা করা বাকী থাকবে গ) ৫ টি ব্রীজ, ৪০ টি কালভার্ট এবং ৯০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ বাকী থাকবে ঘ) ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাকী থাকবে। ঙ) আকস্মিক	ক) কোন উদ্যোগ নেয়া হবে না খ) উপজেলা পরিষদ ১৬০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৫৩ টি কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৩ টি কালভার্ট এবং ২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ করবে। ঘ) উপজেলা পরিষদ ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো

				অভাব	ঘ) এলজিইডির ও পিআইওর উদ্যেগে ১০০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করবে।	ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা জরুরী সংস্কার বাকী থাকবে	নির্মাণ করবে। ঙ) ২০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা রাস্তাকে ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার করবে।
২. কৃষি	শষ্য উৎপাদন কাঙ্খিত পরিমানে না হবার কারনে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে	সমগ্র উপজেলা	- ১০,০০০ কৃষক পরিবার ও ২৩,৪৭০ হেক্টর আবাদী জমি - ২০,১১৩ টি ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার যারা কৃষি উপকরণ কিনতে অসামর্থ	১) কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকা ২) দরিদ্র কৃষক যারা প্রয়োজনীয় কৃষি বীজ, সার ও উপকরণ কিনতে অসামর্থ	ক) কৃষি বিভাগ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শষ্য বহুমুখীকরন বিষয়ে প্রতিবছর ১০০০ জন এবং ৫ বছরে মোট ৫০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) কৃষি বিভাগ প্রতিবছর ১০,০০০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে।	ক) ৫০০০ সাধারন কৃষক ট্রেনিংয়ের আওতার বাহিরে থাকবে। খ) প্রতিবছর ১০০০০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে।	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ১০০ জন দরিদ্র কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে।
৩. মৎস্য	১. মৎস্য উৎপাদন কাঙ্খিত পরিমানে না হওয়া	সমগ্র উপজেলা	মৎস্যজীবি ৮৭৮ জন ও ২১ টি উন্মুক্ত জলাশয় - ১৬৬০ মে.ট. মৎস্য ঘাটতি	১) উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পরিমাণ কমে যাওয়া ২) মৎস্যচাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপকরন না থাকা	ক) মৎস্য অফিস ১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে খ) ৫০০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।	ক) ১১ টি উন্মুক্ত জলাশয় বাকী থাকবে। খ) ৩৭৮ জন মৎস্যচাষী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকবে।	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে খ) ২৫০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৪. প্রাণিসম্পদ	১. গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন কম হওয়া	সমগ্র উপজেলা	গবাদিপশু - ৯৮৩৪২ টি -৭৮০ টি খামার দুধ উৎপাদন ঘাটতি – ১৫,৭৭৫ মে.ট	১. গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান না করা। ২. খামার পরিচালনায় খামারিদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকা	ক) প্রাণিসম্পদ অফিস প্রতিবছর ৪৬,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করবে। খ) প্রাণিসম্পদ অফিস ৫০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন করবে।	ক) প্রতিবছর ৫৮,৩৪২ টি গবাদিপশু রোগের টিকা থেকে বঞ্চিত থাকবে। খ) ২৮০ জন খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন থেকে বঞ্চিত থাকবে।	ক) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ৫০,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ২০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন করবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা	১. ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান ব্যহত হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী হচ্ছে না	সমগ্র উপজেলা	- ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী ১২,০০০ জন	১) ৩০ টি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান ২) ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও পর্যাপ্ত ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব	ক) এলজিইডি ২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও জনস্বাস্থ্য অফিস ব্লকওয়াশ স্থাপন করবে। খ) কোনো উদ্যোগ নেই	ক) ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সমস্যা বিদ্যমান থাকবে। খ) ৫০ টি বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব বিদ্যমান থাকবে	ক) ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৫০ টি বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে।
৬. মাধ্যমিক শিক্ষা	১. ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী হচ্ছে না	সমগ্র উপজেলা	- ১৫ টি মাধ্যমিক ও বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী ৩০০০ জন ও শিক্ষক ৭০০ জন	১) ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠদান পদ্ধতি উপভোগ করছে না। ২) ২০ টি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান ৩) বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও পর্যাপ্ত ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব ৪) ছাত্রীদের যাতায়াতে যানবাহনের অসুবিধা	ক) মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ২০০ জন শিক্ষককে পাঠদান পদ্ধতি আনন্দময় করে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষন দিবেন। খ) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। গ) কোনো উদ্যোগ নেই ঘ) কোনো উদ্যোগ নেই	ক) ৫০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাওয়া থেকে বাদ পড়বেন গ) ৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সমস্যা বিদ্যমান থাকবে। গ) ১৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব বিদ্যমান থাকবে	ক) উপজেলা পরিষদ ৩৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ১৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে। ঘ) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল সরবরাহ করবে।
৭. যুব উন্নয়ন	১. কর্মোক্ষম যুবকদের পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মসংস্থান না থাকা	সমগ্র উপজেলা	- ১০০০০ বেকার যুবক	ক) আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ না জানা	ক) উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস ২০০০ জন বেকার যুবকদের আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।	ক) ৮০০০ জন বেকার যুবক আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ থেকে বাদ পড়বে	ক) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন বেকার যুবককে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৮. মহিলা বিষয়ক	১. কর্মক্ষম নারীদের পর্যাপ্ত আয়ের সুযোগ না থাকা	সমগ্র উপজেলা	- ৮০০০ কর্মক্ষম নারী	ক) আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ না জানা খ) হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের	ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস ৩০০০ বেকার নারী ও যুবতীদের আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) কোনো প্রকল্প নেই	ক) ৫০০০ বেকার যুবক-যুবতীদের আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ থেকে বাদ পড়বে খ) ২০০০ জন	ক) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন কর্মক্ষম নারীকে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

				প্রয়োজনীয় উপকরন কিনতে অসমর্থ হওয়া		নারী ব্যবসার প্রাথমিক মূলধন/ উপকরন কিনতে অসমর্থ	খ) ৭০০ জন দুস্থ মহিলার মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন করবে।
৯. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ	১. সরকারী স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য রোগীদের আগ্রহ কমে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৭ টি - কমিউনিটি ক্লিনিক ২১ টি	ক) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান খ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে অসচেতনতা	ক) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস ৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে। খ) এনজিওগুলো স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালাবে।	ক) ২১ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান থাকবে	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করবে। খ) উপজেলা পরিষদ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালাবে।
১০. জনস্বাস্থ্য	১) জনগন সুপেয় পানি পেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে	সমগ্র উপজেলা	- ২০০০ টি দুস্থ পরিবার (১৫০০ টি নলকূপ)	১) দুস্থ মানুষদের নলকূপ স্থাপনের সামর্থ না থাকা	ডিপিএইচই নতুন ৫০০ টি নলকূপ স্থাপন করবে।	১০০০ টি নলকূপ স্থাপন করা বাকী থাকবে	ক) উপজেলা পরিষদ ৪০০ টি নতুন নলকূপ স্থাপন করবে।
১১. সমাজসেবা	১. প্রতিবন্ধীদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া	সমগ্র উপজেলা	৮০০ জন প্রতিবন্ধী	১. প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরন কেনার সামর্থ না থাকা	সমাজসেবা অফিস ২৫০ জনকে প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরন বিতরন করবে	৫৫০ জন প্রতিবন্ধী সহায়ক উপকরন থেকে বঞ্চিত থাকবেন।	ক) উপজেলা পরিষদ ২৫০ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়ক উপকরন (হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড) বিতরন করবে।
১২. বন ও পরিবেশ	আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারনে জনগনের	সমগ্র উপজেলা	- ১৭% বনভূমি	ক) সামাজিক বনায়নের আওতায় বৃক্ষরোপন কম হওয়া	ক) উপজেলা বন বিভাগ প্রতিবছর ২০,০০০ গাছের চারা রোপন করবে।	জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫% বনভূমি কম থাকবে	ক) কোনো উদ্যোগ নেই
১৩. সমবায়	সমবায়ীদের প্রয়োজন পরিমান আয় না হওয়া	সমগ্র উপজেলা	৪৯৪২ জন সমবায়ী	ক) স্থায়ী আয়ের উপযোগী দক্ষতামূলক প্রশিক্ষন না থাকা	ক) উপজেলা সমবায় বিভাগ ২২০০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করবে	২৪৯২ জন সমবায়ী প্রশিক্ষন পাওয়া থেকে বাদ পড়বে।	ক) উপজেলা পরিষদ ২৫০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করবে
১৪. পল্লী উন্নয়ন	পল্লী জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ধীরে হওয়া	সমগ্র উপজেলা	পল্লী সমবায় সমিতির ৪৫০৯ জন সদস্য	ক) সচেতনতামূলক কার্যক্রম কম হওয়া খ) উৎপাদনমূখী ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে গ্রামীণ জনগনের অংশগ্রহন কম হওয়া	ক) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস ২৫০০ জন সদস্যদের মাঝে নারী নির্যাতন রোধ এবং যৌতুক প্রথা নির্মূলে সচেতনতা, বয়স্ক শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপন ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে পরামর্শ ও সহযোগিতা	২০০৯ জন সদস্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম থেকে বাদ পড়বে	ক) উপজেলা পরিষদ নারী নির্যাতন রোধ এবং যৌতুক প্রথা নির্মূলে সচেতনতা, বয়স্ক শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপন ও স্যানিটেশন

					চালাবে		সম্পর্কে ক্যাম্পেইন করবে।

৬.২ উপজেলার এসডবিস্নউওটি (SWOT) বিশেস্নষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নে উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য *সহায়ক*	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য *ক্ষতিকর*
অভ্যন্তরীণ	*সক্ষমতার দিক (*Strength*)*	*দুর্বলতার দিক (*Weakness*)*
প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট	প্রয়োজনীয় বস্তুগত (আর্থিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল ও শক্তিশালী টীমওয়ার্ক বিদ্যমান	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদিতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
	পরিষদের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ এখনো সীমিত।
বাহ্যিক	*সুযোগের দিক (*Opportunities*)*	*প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (*Threat*)*
পরিবেশগত বৈশিষ্ট	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	বিভিন্নমূখী দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	উন্নয়ন বিষয়ক সনাতনী মানসিকতার পরিবর্তন	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	জনগনের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো হওয়া	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগত মান রক্ষাকরণে দূর্বল মানসিকতা ও সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অস্বচ্ছতা।

৭. উপজেলার পঞ্চবার্ষিক বাজেটের সার-সংক্ষেপ

বাজেট হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতার সম্ভাব্য চিত্র। সাধারনত উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ-সম্পদ একাধিক বছরের জন্য পাওয়া যায় না। এ বিবেচনায় চলতি অর্থবছরের বাজেটকে ৫ গুন করে প্রাপ্ত সম্ভাব্য বাজেটকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাজেট হিসেবে ধরা হয়েছে। তেমনিভাবে উপজেলায় চলমান খাতওয়ারি উন্নয়ন উদ্যেগসমূহকে ৫ গুন করে নিম্নের সম্পদ বিবরনী তৈরী করা হয়েছে।

	তহবিলের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের প্রক্ষেপণ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	১,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	৫০,০০,০০০.০০	২,৫০,০০,০০০.০০
৩	স্থানীয় ভাবে আহরিত সম্পদ	১,২৩,০০,৯২৩.০০	৬,১৫,০৪,৬১৫.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডি সমূহের বাজেট	২৪,১৭,০৯,৯৫০.০০	১২০,৮৫,৪৯,৭৫০.০০
৫	ইউনিয়ন/পৌরসভা/জেলা পরিষদ উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	১,৫৩,২১,৮৬৮.০০	৭,৬৬,০৯,৩৪০.০০
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৭৬,০০,০০০.০০	
৭	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প		পরিমাণ ছ
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প		পরিমাণ জ

৮. উপজেলার সম্পদ চিত্রায়ন /বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলার আওতাধীন এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এসকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহ বিবেচনায় নেয়া অত্যন্ত জরুরী। এতে কাজের দ্বৈততা পরিহার করা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। নিম্নের ছকে উপজেলায় চলমান বিভিন্ন জাতীয় প্রকল্প সমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকল্পসমূহ, এনজিও ও বেসরকারী উদ্যেগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের চিত্র তুলে ধরা হলো।

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	বার্ষিক বরাদ্দ / প্রকল্পের মেয়াদ
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	অগ্রাধিকার ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরডিপি-২)	২০০০ মিটার রাস্তা উন্নয়ন ও ৩ টি কালভার্ট নির্মাণ	সমগ্র উপজেলা	২,৪১,৬৮৮৪৪.০০/ (২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত)
	গ্রামীণ সড়ক ও কালভার্ট মেরামত প্রকল্প	২০৮২২ মিটার রাস্তা মেরামত	সমগ্র উপজেলা	৫,১৭,৮৮৯০০.০০/

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	বার্ষিক বরাদ্দ / প্রকল্পের মেয়াদ
	বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (FDDRIRP-2)	৮৯৩৮ মিটার ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সংস্কার	সমগ্র উপজেলা	৩,৩৬,৪৬৪০১.০০/ (২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প	৫২৮০ মিটার রাস্তা সংস্কার	সমগ্র উপজেলা	২,৪৭,৩৫৮৯০.০০/ (২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	General Social Infrastructure Development Project (GSIDP)	২১ টি মসজিদ ও ৪ টি কবরস্থান উন্নয়ন। সামাজিক, ধর্মীয় ও চিত্তবিনোদনমূলক অবকাঠামো নির্মাণ	সমগ্র উপজেলা	১,৪১,৬৫১৩৪.০০/ (২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন	অংশগ্রহনমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (PRDP-4)	মাটির রাস্তা উন্নয়ন। স্কিমের মোট ব্যয়ের ২০% গ্রামবাসী, ১০% ইউনিয়ন পরিষদ ও ৭০% প্রকল্প কর্তৃক বহন করা হয়	সকল ইউনিয়ন	২,৩৫৮,২৪২.০০/ (২০১৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা)	১৩৪৭৮ মিটার দৈর্ঘ্যের ২৬ টি রাস্তা মাটি দ্বারা পুণ:নির্মাণ ও ১৫২ টি সোলার স্ট্রীট লাইট ও ১০ টি ঘরে সোলার সিস্টেম স্থাপন	সমগ্র উপজেলা	১,৩১,৩০,০০০.০০/ রাজস্ব উন্নয়ন
ত্রাণ ও পূণর্বাসন	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর)	২৮০৬ মিটার দৈর্ঘ্যের ২৮ টি রাস্তা মাটি দ্বারা পুণ:নির্মাণ, ১০৬ টি প্রতিষ্ঠান মেরামত, মাটি ভরাট ৬ টি, ৮ টি গাইডওয়াল ও ২ টি কালভার্ট নির্মাণ ও হতদরিদ্রদের জন্য ৫৫ টি ঘর নির্মাণ। ২৪০ টি সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন	সমগ্র উপজেলা	২,১৮,৭০,৯৮৩.০০/ রাজস্ব উন্নয়ন
	উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, ৩৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	২৬,৮৯,৬৩৫.০০/ রাজস্ব খাত
	কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিনামূল্যে ৩৫ জন কৃষকের মাঝে উন্নত জাতের ডাল, তেল ও মসলা বীজ বিতরন	সমগ্র উপজেলা	৩,৭৭,৭৫০.০০/ (২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
কৃষি	কৃষি আবহাওয়া ও তথ্য প্রযুক্তি উন্নতিকরন প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, ২০০ জন কৃষককে নিয়ে মতবিনিময় সভা	সমগ্র উপজেলা	১০,০০০.০০/ (২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	খামার যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে ফসল বৃদ্ধি প্রকল্প	প্রদর্শণী প্লট স্থাপন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	১,৩০,৮০০.০০/ (২০১৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত)
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	মৎস্য চাষ প্রদর্শণী খামার স্থাপন, মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য চাষ প্রযুক্তি বিতরণ	সকল ইউনিয়ন	২,২৬,০০০.০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত)
	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	জলাশয় পুণ:খনন, মৎস্য প্রদর্শণী খামার স্থাপন, মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, খননকৃত নদীর পাড়ে বৃক্ষরোপন	সমগ্র উপজেলা	৪,২০০০০.০০

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	বার্ষিক বরাদ্দ / প্রকল্পের মেয়াদ
	মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন	মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি করন,	সমগ্র উপজেলা	২,৫০,০০০.০০ (রাজস্ব)
	বিল নার্সারী কার্যক্রম	মৎস্য চাষ প্রদর্শণী খামার স্থাপন, মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	৫০,০০০.০০ (রাজস্ব)
	এনএটিপি	মৎস্য চাষ প্রযুক্তি বিতরণ	সমগ্র উপজেলা	২০০০০০.০০
প্রাণিসম্পদ	বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (ব্রাহমা)	কৃত্রিম প্রজনন, বিনামূল্যে কৃমিনাশক ঔষধ এবং ভিটামিন প্রিমিক্স সরবরাহ করা	সমগ্র উপজেলা	(২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত)
	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ	সমগ্র উপজেলা	
	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প		সমগ্র উপজেলা	
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (PEDP-4)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	৪৫,৩৫৪,৭১৯.০০ (২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	Need Based Infrastructure Development of Govt. Primary School (NBID-GPS)	৮ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভবন ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	সমগ্র উপজেলা	৪,২২,৪৯০৪৩.০০/ (২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	Need Based Infrastructure Development of Newly Nationalized Govt. Primary School (NBID-NNGPS)	১৪ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভবন ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	সমগ্র উপজেলা	৯,৯৭,৬৮০৭৩.০০/ (২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
মাধ্যমিক শিক্ষা	সেসিপ (Secondary Education Sector Investment Program)	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র বিতরন, আইসিটি লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা	সমগ্র উপজেলা	(২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত)
	বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আসবাবপত্র সরবরাহ	সমগ্র উপজেলা	চলমান
জনস্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	টিউবওয়েল বিতরন ও গভীর নলকূপ স্থাপন	সমগ্র উপজেলা	৯,২৫,১৮৪.০০/ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩
	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প	স্যানিটারী লেট্রিন সামগ্রী বিতরণ ও পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সমগ্র উপজেলা	৮,৬১,৭২৮.০০/

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	বার্ষিক বরাদ্দ / প্রকল্পের মেয়াদ
	৩৭ টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	১৩ কি.মি ড্রেন ও পাইপলাইন নির্মানের মাধ্যমে বাড়ীতে পানির সংযোগ প্রদান	পৌরসভা	২,২৪,৩৮৭৯৫.০০/
	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (PEDP-3)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ	সমগ্র উপজেলা	৯৮,৪৮৭৩৯.০০/ (২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত)
মহিলা বিষয়ক	জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প	প্রতিবছর ৪০০ জনকে ৩ মাস মেয়াদী ৫ টি ট্রেডে (দর্জি, এমব্রয়ডারী, বিউটিফিকেশন, ব্লক-বাটিক ও কাগজের ঠোঙা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	সমগ্র উপজেলা	২৬,৪০,০০০.০০/ চলমান
	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প	প্রতিবছর ১২০ জনকে ৩ মাস মেয়াদী কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	সমগ্র উপজেলা	৩,৬৫,০০০.০০/ (২০১৬ থেকে চলমান)
	কিশোর কিশোরী প্রকল্প	প্রতি পৌরসভা ও ইউনিয়নে ১ টি করে কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন	সমগ্র উপজেলা	৫৫৬ কোটি (২০১৮ থেকে চলমান)
	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি	প্রতি পৌরসভা ৪০ জন ও ইউনিয়নে ১০ জন করে পাবে। ডিজিবি সহায়তায় ইউনিয়নে ৩০০-৪০০জন, ২৪ মাস ৩ কেজি করে চাল পাবে ।	সমগ্র উপজেলা	প্রায় ৪০ কোটি টাকা
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প				
ইউনিয়ন পরিষদ	লোকাল গভর্নমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি)	ইউনিয়নগুলোর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৯১,০৩,০৩৫.০০/ (২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
	বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল ও রাজস্ব উন্নয়ন	ইউনিয়নগুলোর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ	সকল ইউনিয়ন	২,৫৪,৩৪৮২০.০০/ (রাজস্ব ও এডিপি)
জেলা পরিষদ	বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল ও রাজস্ব উন্নয়ন	উ্পজেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ	সমগ্র উপজেলা	২১,১০০,০০০.০০/ (রাজস্ব ও এডিপি)
পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UGIIP-3)	পৌরসভার রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ	চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা	২,৯৬,২৬,৮৬৮.০০/ (২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত)
	বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল ও রাজস্ব উন্নয়ন	পৌরসভার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ	চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা	৮,৯৯,৪৩৫০২.০০/ (রাজস্ব ও এডিপি)
এমপি, এনজিও ও সিএসও'র প্রকল্প				
স্বাস্থ্য	যক্ষা ও ম্যালেরিয়া রোগী চিহ্নিত করন	ব্রাকের উদ্যোগে উপজেলার জনগনের মধ্যে যারা যক্ষা ও ম্যালেরিয়া রোগী রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে চিকিৎসা সেবা প্রদান।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
	স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা প্রকল্প, ব্রাক	২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও ৩১১ জন স্বাস্থ্য সেবিকা উপজেলার জনগনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে কাজ করছে	সমগ্র উপজেলা	চলমান

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	বার্ষিক বরাদ্দ / প্রকল্পের মেয়াদ
	ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন প্রজেক্ট, ব্রাক	৩০,০০০ জনকে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে	সমগ্র উপজেলা	চলমান
আইন-শৃংখলা	হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস, ব্রাক	মানবাধিকার কর্মী ৪২ জন, অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ১০৪৭৪ জনের এবং আইন সহায়তা ক্লিনিক ১ টি	সমগ্র উপজেলা	চলমান
শিক্ষা	শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, ব্রাক	প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫ টি, শিশু নিকেতন ৩০ টি, কমিউনিটি লাইব্রেরী ৬টি প্রতিষ্ঠা	সমগ্র উপজেলা	চলমান
কৃষি	প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন প্রকল্প, ব্রাক	৩৫০০ কৃষককে ঋণ ও কৃষি সহায়তা প্রদান	সমগ্র উপজেলা	চলমান
স্বাস্থ্য	Strengthening Multisectoral Nutrition Programming Through Implementation Science Activity (MSNP), Care Bangladesh	উপজেলার দুস্থ ও গর্ভবতী মা, শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে কাজ করছে	সমগ্র উপজেলা	(২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত)
শিল্প/ বাণিজ্যিক উদ্যোগ				
ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ	খাদ্য ও খাদ্য সহায়ক/ চিনি শিল্প	৫০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।	উপজেলা	-
অন্যান্য প্রকল্প/ উন্নয়ন কার্যক্রম				
				-

৯. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরণী

রুপকল্প হলো উপজেলা এবং এর নাগরিকদের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনগনের কাছে ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র যাতে প্রতিফলিত হয়েছে উপজেলার পক্ষ থেকে গৃহীত অগ্রাধিকার খাত সমূহ এবং একটি নিদ্দিষ্ট সময়ে উপজেলা কোথায় যেতে চায় তার প্রত্যয়। উপজেলায় বসবাসরত জনগনের আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দিয়ে জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার সাথে সঙ্গতি রেখে আগামী ৫ বছরের জন্য নিম্নলিখিত রুপকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

" বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা"

১০. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ (খাতওয়ারি)

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো উপজেলার রুপকল্পের সাথে পুরোপুরি মিল রেখে গৃহীত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য হয় এমনভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। এর ফলে উপজেলার উন্নয়নের চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে এবং উপজেলা পরিষদ তার কাঙ্খিত ফলাফল নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা আগামী ৫ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ টি খাতকে চিহ্নিত করেছে। খাতগুলো হলো- যোগাযোগ ও অবকাঠামো, কৃষি. শিক্ষা. স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। নিম্নের ছকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, খাত, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচকসমূহ তুলে ধরা হলো।

ক্রম	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১.	স্থানীয় জনগনের স্কুল এবং বাজারে যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	ক) উপজেলা পরিষদ ১৬০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৫৩ টি কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৩ টি কালভার্ট এবং ২০ কি.মি. ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করবে। ঘ) ২০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা রাস্তাকে ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার করবে।	ক) ৩৮০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের মোট ১৫৭ টি কাঁচা রাস্তার মধ্যে ১৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের মোট ৮০ টি কাঁচা রাস্তা পাকা করা হবে। এবং ২১০ কি.মি দৈর্ঘ্যের মোট ৭৩ টি কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত হবে। খ) ১০ টি ব্রীজ, ২৫০ টি কালভার্ট এবং ১২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইনের মধ্যে উপজেলা পরিষদ ৫ টি ব্রীজ, ১৯৩ টি কালভার্ট এবং ৫০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন নির্মাণ করা হবে। গ) ২০০ টি ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ঘ) জরুরী চলাচলের উপযোগী করার জন্য ২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা

				রাস্তাকে ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার করবে।
২	সার্বিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ১০০ জন দরিদ্র কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে ঘ) ২৫০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ঙ) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ৫০,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করবে। চ) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ২০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন করবে।	ক) ১০,০০০ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৬০০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আসবে। খ) ২০,১১৩ টি ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মধ্যে ১০৫০০ জনের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিতরন করবে। গ) ২১ টি উন্মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে ২০ টিতে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে ঘ) ৮৭৮ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ৭৫০ জন মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ লাভ করবে। ঙ) মোট ৯৮৩৪২ টি গবাদিপশুর মধ্যে প্রতিবছর ৯৬,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করা হবে। চ) ৭৮০ জন খামারির মধ্যে ৭০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হবে ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে।
৩	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও পাঠদানের সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করা	শিক্ষা	ক) উপজেলা পরিষদ ৩৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৬৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে। ঘ) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল সরবরাহ করবে।	ক) ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫৫০ জন শিক্ষককে পাঠদান পদ্ধতি আনন্দময় করে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষন পাবেন। খ) ৩০ টি প্রাথমিক ও ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫ টি প্রাথমিক ও ১৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। গ) ৬৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। ঘ) ৫০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল সরবরাহ করা হবে।
৪	জনগনের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি ও সুপেয় পানি নিশ্চিত করা।	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ২৫০ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়ক উপকরন (হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড)ও বিতরন করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৪০০ টি নতুন নলকূপ স্থাপন করবে।	ক) ৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ২১ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে সবগুলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হবে। খ) ৮০০ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৫০০ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে সহায়ক উপকরন (হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড) বিতরন করা হবে। গ) ২০০০ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয়

			ঘ) উপজেলা পরিষদ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালাবে।	১৫০০ টি নলকূপের মধ্যে ৯০০ টি নলকূপ স্থাপন করা হবে। ঘ) জনগনের মাঝে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালানো হবে।
৫	বেকার নারী পুরুষদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	ক) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন বেকার যুবক ও ৫০০ জন কর্মক্ষম নারী ও ২৪৫০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) ৭০০ জন কর্মক্ষম দুস্থ মহিলাকে সেলাইমেশিন বিতরন করবে।	ক) ১০০০০ জন বেকার যুবক, ৮০০০ জন কর্মক্ষম বেকার নারী ও ৪৯৪২ জন সমবায়ীর মধ্যে যথাক্রমে ২৫০০ জন বেকার যুবক ও ৩৫০০ জন কর্মক্ষম নারী ও ২৫০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। খ) ২০০০ জন স্বল্পপূজির দুস্থ মহিলার মধ্যে ৭০০ জনের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন করা হবে।

১১. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্ল্যানিং ফরম্যাট

(অর্থবছর ২০২২ হতে ২০২৬)

	প্রকল্প বিবরনী					অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ	
আইডি ট্যাগ	প্রোগ্রামের নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী/ নারী-পুরুষ, শিশু- প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস
							১	২	৩	৪	৫			
১	কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত করন	ইউনিয়ন রাস্তা এ ও বি টাইপ	১৬০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মোট ৫৩ টি কাঁচা রাস্তা	৭ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৪,৯৮,৯০৪৬১.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
২	কাঁচা রাস্তা ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার	দূর্যোগকালীন ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা	২০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা রাস্তা	৭ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৪১,৫৭৫৩৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৩	কালভার্ট, ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ	পানি নিষ্কাষন ও রাস্তার পাড় ভেঙ্গে পড়া রোধ	৩ টি কালভার্ট এবং ২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল	৭ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	১,২৪,৭২৬১৫.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪	বস্তুগত অবকাঠামো (ঘাটলা, যাত্রীছাউনি) নির্মাণ	ঘাটলা, যাত্রীছাউনি, পাঠাগার, ফলক নির্মাণ	৫০ টি বস্তুগত অবকাঠামো (ঘাটলা, যাত্রীছাউনি) নির্মাণ	৭ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	১,৬৬,৩০১৫৩.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৫	কৃষকদেরকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও শষ্য বহুমুখীকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	১০ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	৭ টি ইউনিয়নের ১০০০ জন কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা কৃষি অফিস	১৩,৮৫৮৪৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৬	দরিদ্র কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন	প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক	১০০ জন দরিদ্র কৃষক	৭ টি ইউনিয়নের ১০০ দরিদ্র কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা কৃষি অফিস	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৭	উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা	সরকারি মালিকানাধীন নদী ও জলাশয়	১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়	৫ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	কৃষি	৫ টি ইউনিয়ন						উপজেলা মৎস্য অফিস	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৮	মৎস্যচাষীদের মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	মৎস্য বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	২৫০ জন মৎস্যচাষী	৭ টি ইউনিয়নের ২৫০ জন মৎস্যচাষী	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা মৎস্য অফিস	২০,৭৮৭৬৯.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব

৯	গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান	পিপিআই রোগের টিকা, মোটাতাজা করন ইত্যাদি	প্রতিবছর ৫০,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করবে।	৭ টি ইউনিয়নের সকল খামারীগন	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	৩৪,৬৪৬১৫.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১০	খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন	প্রাণি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	২০০ জন খামারী	৭ টি ইউনিয়নের ২০০ জন খামারী	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	১৩,৮৫৮৪৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১১	পাঠদান পদ্ধতি আনন্দময় করে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান	পেডাগোজি ও আইসিটি বেইজড লেকচার তৈরীর প্রশিক্ষন	৩৫০ জন শিক্ষক	৩০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৪১,৫৭৫৩৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১২	বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	শ্রেনিকক্ষ, সীমানা দেয়াল, গেইট, ছাদ ইত্যাদি	৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা শিক্ষা অফিস/ প্রকৌশলী	৮৩,১৫০৭৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৩	বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	বেঞ্চ, ব্যাট-বল, ফুটবল, তবলা, বিজ্ঞান বিষয়ক উপকরন	৬৫ টি বিদ্যালয়	৭০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮৩,১৫০৭৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৪	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩০% নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা	নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, স্ট্রেচার, চেয়ার টেবিল	৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স		স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প অফিস	৪১,৫৭৫৩৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৫	নলকূপ স্থাপন	সুপেয় পানি নিশ্চিত করা	১০০ টি নলকূপ স্থাপন	৪০০ পরিবার	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন	সকল ইউনিয়ন						জনস্বাস্থ্য অফিস	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৬	আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান	কর্মক্ষম বেকার নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থান	১২৫০ জন বেকার নারী পুরুষ	৫০০ জন বেকার নারী পুরুষ ও তাদের পরিবার	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন						যুব ও মহিলা বিষয়ক অফিস	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৭	দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন	দুস্থ মহিলা ও হতদরিদ্রদের	৭০০ টি সেলাই মেশিন	৭০০ জন দুস্থ মহিলা ও হতদরিদ্র	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও	সকল ইউনিয়ন						যুব ও মহিলা	২১০৮৬৭৬৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব

	করবে।	কর্মসংস্থান			কর্মসংস্থান							বিষয়ক অফিস		
						মোট = ১৪,৮৫,৮৪৬১৫.০০								

১২. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালন, সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়নের ফলাফলসমূহ পরিবীক্ষন ও তত্ত্বাবধান করবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবেন।

পরিবীক্ষনের সময় পূর্বনির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নিরূপনের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপির সহযোগিতায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ করবে। টিজিপি উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য উপাত্তের সাথে বিশ্লেষণ করে ভিত্তিবছরের সাথে তুলনার মাধ্যমে কি পরিবর্তন হয়েছে তা দেখবে এবং এই প্রক্রিয়ায় বার্ষিক পরিকল্পনা রিভিউ করে দেখবে যে বার্ষিক প্রত্যাশিত লক্ষ্য ও ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে কি না। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি উপজেলা পরিষদের নিকট একটি বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পেশ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ৩য় বছর উপজেরা পরিষদ একটি মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা সম্পাদন করবে। মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন/ হালনাগাদ করা যেতে পারে। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারেঃ

- বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনা
- বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ফলাফল ও সুফল
- অগ্রগতির বিলম্ব ও কারন
- পরিস্থিতি, চাহিদা ও স্থানীয় জনগনের অগ্রাধিকারের পরিবর্তন
- জরুরী চাহিদা জনিত পরিবর্তন যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
- বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে প্রকল্পের ব্যয় ও প্রকল্পের সমাপ্তি
- বর্তমান চাহিদা ও অগ্রাধিকারের বিপরীতে সম্ভাব্য স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা
- নতুন অথবা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ ।

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সম্পদের পরিবর্তনের মতো কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। (প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারী ও বিশেষ জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে)। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে উপজেলা পরিষদ চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে। এ মূল্যায়নের ফলাফল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে এবং একই সাথে উপজেলার নাগরিকদেরকেও জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। এ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান পরবর্তি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবহার করা হবে।

১২.১ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (**Monitoring Report**)

<table>
<tr><th>নং</th><th>বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম লক্ষ্য</th><th>শুরুর তারিখ/ মেয়াদ</th><th>বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য / পরিমাপযোগ্য অভিষ্ঠ সূচক</th><th>এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের %)</th><th>বাজেট/ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমান (%)</th></tr>
<tr><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ</td></tr>
<tr><td>২</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ</td></tr>
</table>

[illegible]

[illegible]